দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 19 SEP 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বুয়েটে ভর্তির জট খুলেছে

পরীক্ষা কমিটি গঠন, শিগগিরই ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত জট খুলছে। শিগগিরই এ বিদ্যাপীঠে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে। এ লক্ষ্যে বুয়েটের স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদের ডিন অধ্যাপক রোকসানা হাফিজকে ভর্তি কমিটির সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছে। পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ২

বুয়েটে ভর্তির জট খুলেছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে বুয়েটের একাডেমিক কাউন্সিলের (এসি) সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় উপাচার্য অধ্যাপক এস এম নজরুল ইসলামের সভাপতিত্ব করার কথা থাকলেও তিনি উপস্থিত ছিলেন না। তার অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন ডিনস কমিটির সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ আকারিয়া।

একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ও বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মো. আপরাফুল ইসলাম জানান, রোকসানা হাফিজকে সভাপতি নির্বাচিত করে ভর্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও ছাত্র কল্যাণ পরিচালক কমিটির সদস্য হিসেবে তাকে সাহায্য করবেন। কমিটির সভাপতি চাইলে প্রয়োজনে এর সদস্য সংখ্যা বাড়াতে পারেন।

রোকসানা হাফিজ বলেন, কমিটির অন্য সদস্যদের নিয়ে খুব শিগগিরই একটি সভা আহবান করব। ওই সভাতেই ভর্তি পরীক্ষার তারিখসহ অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। অল্প সময়ের মধ্যেই ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হবে।

এদিকে একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় উপাচার্যের অনুপস্থিতির কারণ জানতে তার মোবাইলে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। তবে তার ঘনিষ্ঠ এক শিক্ষক জানিয়েছেন, অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে উপাচার্য সভায় উপস্থিত হননি। ডিসির প্রতি শিক্ষক সমিতির অনাস্থা রয়েছে। তাই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে তিনি সভায় উপস্থিত হননি।

নজরুল ইসলাম ও প্রত্যাহারকৃত উপ-উপাচার্য অধ্যাপক হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ এনে তাদের পদত্যাগের দাবিতে গত ৭ এপ্রিল বুয়েট শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে শিক্ষকরা কর্মবিরতি শুরু করে। প্রায় এক মাস পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে আন্দোলন সাময়িক স্থগিত করা হয়। কিন্তু দাবি পূরণ না হওয়ায় জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু করেন শিক্ষকরা। শিক্ষকদের আন্দোলনে শিক্ষার্থীরা যোগ দিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করে। দাবি আদায় না হলে ১৪ জুলাই থেকে শিক্ষকরা লাগাতার কর্মবিরতি পালনের ঘোষণা দেন। এরই মধ্যে ১০ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আকস্মিকভাবে ১১ জুলাই থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত টানা ৪৪ দিনের জন্য বুয়েট বন্ধ ঘোষণা করেন। গত ৩১ জুলাই শিক্ষক সমিতির আন্দোলনের ওপর অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত। এরপর শিক্ষক সমিতি আন্দোলন স্থগিত করলেও শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগতভাবে আন্দোলন-কর্মসূচি পালন করে। এর ফলে ক্লাস বন্ধের পাশাপাশি প্রথম বর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর বিষয়টিও ঝুলে যায়। দুই মাসেরও বেশি সময় পর গত ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ক্লাসে যোগদান করছেন।